যায়যায়দিন

তারিখ ১৯ JAN 2010
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ১

জনসংখ্যা বাড়লেও বিদ্যালয় বাড়ছে না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর বিকল্প নেই

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না বিদ্যালয়। শুধু তা-ই নয়, জনসংখ্যা হারে আমাদের দেশে যে পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কথা, বাস্তব সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। এ অপ্রতুলতা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত। অথচ শিক্ষার হার বাড়াতে হলে,নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

যায়যায়দিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশের ১৯ হাজার গ্রামে একটিও স্কুল নেই। ৪৮১টির মধ্যে বেশিরভাগ উপজেলায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। শুধু তা-ই নয়, রাজধানী ঢাকার আয়তন বহুগুণ বাড়লেও দুই দশকে বাড়েনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। নতুন শিক্ষার্থীর অব্যাহত চাপ কমাতে ২০০৭ সালের শুরুতে সরকারিভাবে রাজধানীতে নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দেশের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে অপ্রতুলতা দেখা যাচ্ছে, উচ্চশিক্ষায়ও ঠিক একই চিত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন দৈন্যদশা নিয়ে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। যদিও সরকার শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে অনেক আশার বাণী শোনাচ্ছে জনগণকে। ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা খাতের উন্নয়নে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা। এছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলা এবং ঢাকার প্রতিটি থানায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনার কথাও রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপকভিত্তিক কোনো পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশে। এ হিসাব সামনে রেখে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত করতে হলে প্রতি বছর নতুন করে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে। এটা মোটেও সহজ কাজ নয়। প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সরকারের বসে থাকার সুযোগ নেই। একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই এর বেশিরভাগ ঝরে পড়ছে। সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে এদের ঝরে পড়া রোধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।

শিক্ষার হার কম হওয়ায় এ দেশের মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারছে না; পারছে না ব্যর্থতার শৃঙ্খল ভেঙে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা খাতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে, এটাই মানুষ প্রত্যাশা করে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করালে আমরাও জাতি হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারবো। সরকারের বাকি সব কাজের চেয়ে শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেয়া দরকার। শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ করা দরকার। আমরা আশা করবো, শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে সরকার প্রয়োজনীয়সংখ্যক মানসম্মত বিদ্যালয় গড়ে তোলার দিকে নজর দেবে।

সরকারের বাকি সব কাজের চেয়ে শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেয়া দরকার। শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ করা দরকার। আমরা আশা করবো, শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে সরকার প্রয়োজনীয়সংখ্যক মানসম্মত বিদ্যালয় গড়ে তোলার দিকে নজর দেবে।